# ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গুজব

**মোঃ বেলায়েত হোসেন**

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। চায়ের দোকানে আড্ডায় উপস্থিত হচ্ছে লোকজন। বাজার দূরে হওয়ায় আশেপাশের সবাই এখানেই নিয়মিত আড্ডা দেন। সন্ধ্যার পরেই শুরু হয় জমজমাট আড্ডা। দিনমজুর রশিদ আর আতর আলী মাঠের কাজ সেরেই দোকানে হাজির হন। দু'জনের মাঝখানে এসে বসলো ব্যাটারিচালিত অটো রিক্সার ড্রাইভার জামাল। জামাল বললো, 'চাচা, এককাপ চা দাও'। জামাল তার হাতে থাকা এনড্রয়েড মোবাইল হাতে নিয়েই ফেসবুকে রিলস দেখতে লাগলো। কাদের মিয়া চা বানিয়ে পাশে রেখে দিয়েছে দশ মিনিট হলো। মোবাইলে মনোযোগের কারণে চায়ের কথা ভুলে গেছে বেমালুম। পাশ থেকে রশিদও সাথে যোগ দিলো বিভিন্ন ভিডিও দেখতে। আতর আলী বললো, জামাল তোমার চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এতো মনোযোগ দিয়ে কী দেখছো?' এ কথা বলে আতর আলী নিজেও মোবাইলের ফেসবুকে ভিডিও দেখতে ব্যস্ত। কিছ হাস্যরসের, আবার কিছু নির্বাচনের গরম খবর নিয়ে।

নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ১০জন নিহত, দু'শতাধিক আহত। এ ভিডিও দেখে সরল মনের রহিম খুবই উত্তেজিত। দোকানে চিৎকার করে অন্যদেরও নজর কাড়লো। সবাই জড়ো হয়ে ভিডিওটি আবারও দেখলো। দোকানের সবাই খুবই উত্তেজিত। পাশে বসে চা খাচ্ছেন রফিক মাস্টার। মাঝ বয়সি সমাজ সচেতন মানুষ। কথা কম বলেন। তবুও উত্তেজনার এ পরিস্থিতিতে চুপ থাকতে পারলেন না। সবাইকে বললেন আপনারা শান্ত হোন। জামালকে বললো ভিডিওটি আমাকে দেখাও। সে দেখলো যে, ভিডিওর লগোতে যমুনা টিভির মতো হলেও মূলত লেখা আছে জানিনা টিভি। তখন রফিক মাস্টার হেসে ওঠে বললেন, 'আরে মিয়ারা এটাতো এআই দিয়ে বানানো ভিডিও; এটি গুজব। তোমরা যে নিউজ দেখেছে এটা যমুনা টিভির সংবাদ নয়, ভালো করে দেখো এখানে জানিনা টিভি লেখা। তারপর সবাই শান্ত হলো। তিনি সবাইকে বললেন যে ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে সঠিক মাধ্যম যাচাই- বাছাই করে দেখা উচিত। এ ধরনের মিডিয়ার মাধ্যমেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনাশ হয়ে যায়।

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) এর বিপ্লব চলছে। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্ট্রাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ অন্যতম। এ অ্যাপসগুলোর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মধ্যে শুধু দেশের ভিতরে নয় বরং বিশ্বের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যে কোনো বার্তা বা কন্টেন্টর আদান-প্রদান হয় নিমিষেই। অন্যদিকে চ্যাটজিপিটি, জেমিনিসহ অসংখ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যাপসও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সর্বশেষ তথ্য মতে, দেশে মোবাইল সিম গ্রাহকের সংখ্যা ১৮৭.৪৬ মিলিয়ন এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১৩১.৪৯ মিলিয়ন। মোবাইল সিম এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এ বিশাল জনগোষ্ঠীর সবাই শিক্ষিত কিংবা সচেতন নয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শতভাগ শিক্ষিত না হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আবার যারা শিক্ষিত তাদের মধ্যেও শতভাগ সচেতন নয়। ব্যবহারে নৈতিকতার চর্চা এবং ডিজিটাল লিটারেসি (Digital Literacy) এর ব্যাপক ঘাটতি যে রয়েছে তা প্রমাণিত। ইতোমধ্যে প্রতিদিন আমরা সে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি।

নির্বাচনে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো ভুলতথ্য (Misinformation), উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে ছড়ানো মিথ্যাতথ্য (Disinformation) এবং ধ্বংসাত্মক লক্ষ্যে ছড়ানো অপতথ্য (Malinformation) এর সমন্বয়ে গুজব নিমিষেই ছড়িয়ে পড়ার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পেশাদার কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা এটিকে পেশা হিসেবে নেওয়ায় এবং জনগণের মধ্যে ফেক্ট চেকিং(Fact checking) সম্পর্কে জ্ঞান অপ্রতুল থাকায় গুজব সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এসব কন্টেন্ট নিয়ে অ্যাপস কর্তৃপক্ষের খুব জোরালো পদক্ষেপ নেই। কারণ বিশ্বের সকল ভাষায় তৈরি কন্টেন্ট ফিল্টারে কর্তৃপক্ষ কতটুকু সক্ষম তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যতক্ষণে সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাপস কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট কন্টেন্ট বাতিলের অনুরোধ করা হয়, ততক্ষণে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়।

নির্বাচনে এ শঙ্কা সবার মনে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে গ্রাহকের চাহিদা মতো অডিও, ভিডিও বা যেকোনো কন্টেন্ট তৈরি করা সম্ভব। অনেক সময় কোনোটি বাস্তব ভিডিও আর কোনোটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি ভিডিও তার ব্যবধান করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। নির্বাচনের পূর্বে নির্দেশনা মেনে প্রচারের পাশাপাশি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুজব সৃষ্টি করে ভোটের মাঠে জনবিরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হারানোর অসৎ উদ্দেশ্যের প্রতিযোগিতা হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এখনো

জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া মানে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মালিক হওয়া কিংবা ক্ষমতা অপব্যবহারের মানসিকতা পোষণ করে। তাই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সম্ভাব্য যতপ্রকারে গুজব ছড়ানো যায়, তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নির্বাচন নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে তার সম্ভাবনা বাড়বে কয়েকগুণে। এই সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ বিবেচনায় 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫' এর ১৬ বিধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণার বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়। কোনো প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা করতে পারবেন, তবে সে ক্ষেত্রে- (ক) প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট বা দল বা প্রার্থী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটারর্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করবেন (খ) প্রচার- প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করতে পারবে না, (গ) ঘৃণাত্তক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কারো চেহারা বিকৃতকরণ ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর আধেয় (content) তৈরি ও প্রচার করতে পারবে না, (ঘ) প্রতিপক্ষ, নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যাক্তিগত আক্রমণ বা উস্কানিমূলক ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না, (ঙ) নির্বাচনী স্বার্থ হাসিল করার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতি ব্যবহার করা হয় এরূপ কোনো কর্মকান্ড করতে পারবে না, (চ) সত্যতা যাচাই ব্যতিরেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো কন্টেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করতে পারবে না, (ছ) রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কোনো ব্যক্তি ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য কিংবা নারী- পুরুষ নির্বিশেষে কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন কিংবা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা সম্পাদন করে কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা [Artificial Intelligence (AI)] দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর কোনো আধেয় (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করতে পারবে না। সময়ের সাথে সাথে বিধিমালায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমন বিধি সংযোজন বাস্তসম্মত।

নির্বাচনের সময় উপরোক্ত বিধিমালা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রার্থীদের নৈতিকতার চর্চা এবং সরকারি নিয়ম- কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি। এছাড়া জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে তারা কোনো কন্টেন্ট দেখেই তার সত্যতা না জেনে আবেগ প্রবণ হয়ে কোনো অনৈতিক কাজে এবং মারামারি, হানাহানি কিংবা ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িয়ে না পড়ে। সম্ভাব্য সকল সমস্যা পেরিয়ে একটি কার্যকরী, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেশ ও জাতির জন্য অনিবার্য।

#

লেখক: জেলা তথ্য অফিসার, খাগড়াছড়ি

পিআইডি ফিচার